www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র

(اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ সারা বছর বিপদ থেকে নিরাপত্তা)

রবিউল গাউসের ১১তারিখ রাতে (অর্থাৎ বড় রাতে) ছরকারে গাউছে আ'জম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ১১টি নাম (আগে পরে ১১বার দরূদ শরীফ) পড়ে, ১১টি খেজুরের উপর দম করে ঐ রাতেই খেয়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ সারা বছর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন। ১১টি নাম হল:

﴿১﴾ يَا شَيْخ مُحىُ الدِّيْن ﴿২﴾ يَا سَيِّد مُحىُ الدِّيْن ﴿৩﴾ يَا مَولَانَا مُحىُ الدِّيْن ﴿৪﴾ يَا مَخدُوْم مُحىُ الدِّيْن ﴿৫﴾ يَا دَروَيْش مُحىُ الدِّيْن ﴿৬﴾ يَا خَواجَه مُحىُ الدِّيْن ﴿৭﴾ يَا سُلطَان مُحىُ الدِّيْن ﴿৮﴾ يَا شَاه مُحىُ الدِّيْن ﴿৯﴾ يَا غَوث مُحىُ الدِّيْن ﴿১০﴾ يَا قُتطب مُحىُ الدِّيْن ﴿১১﴾ يَا سَيِّدَ السَّادَات عَبْدَالقَادِر مُحىُ الدِّيْن

বাগদাদী ব্যবস্থাপত্রের মাদানী বাহার

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: ১১ রবিউল গাওছ ১৪২৫ হিজরী ২০০৩ সালের বার্ষিক গিয়ারভী শরীফে **দাওয়াতে ইসলামী**র উদ্যোগে কৌরাঙ্গি বাবুল মদীনা করাচিতে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে সুন্নতেভরা বয়ানের মধ্যে **বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র** বর্ণনা করা হয়। বয়ানের পরে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া, রযবীয়াতে বায়াত করানোর কার্যক্রম শুরো হল। ইতিমধ্যে আমার চোখে তন্দ্রাভাব আসল কপালের চোখ বন্ধ হতেই, অন্তরের চোখ খুলে গেল কি দেখলাম! গিয়ারভী আকা, হুযুর গাওছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাশরীফ আনলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উনার চাদর বিছিয়ে রেখেছেন, আমি সামনে গিয়ে চাদর মোবারক আকড়ে ধরলাম আমার এই রকম মনে হল যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর অনেক লোকও চাদার আকড়ে ধরেছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছিলনা! মাইক থেকে আসা আওয়াজ অনুযায়ী আমি বায়াতের শব্দাবলী উচ্চারণ করলাম। যখন বায়াতের কার্যক্রম শেষ হল তখন আমি সাহস করে হুযুর গাওছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে আরজ করলাম, হে মুর্শিদ! আমার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা, সে প্রসব বেদনায় খুব কষ্টে আছে। ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছে। একটু দয়া করুন! ইরশাদ হল: এখন যে বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী আমল কর। আমি আরজ করলাম: আমার প্রিয় মুর্শিদ! রাতের বেশীরভাগ সময় তো চলে গেছে আর এই ব্যবস্থাপত্রের উপরতো রাতের মধ্যে আমল করতে হয়। ইরশাদ করলেন: তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে যে আজ ১১তারিখ দিনের সময় শেষ হওয়ার আগে আগে এই ব্যবস্থাপত্রের উপর আমল করে নাও। আর শুন! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অপারেশন ছাড়া ২টি বাচ্চার জন্ম হবে। এক জনের নাম হাস্‌সান আর অন্য জনের নাম মুশতাক রাখবে। উভয়ের কাধের উপর আমার কদম হবে আমি ঘরে গিয়ে **বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র** অনুযায়ী ১১টি খেজুর খাওয়ালাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ খেজুর খাওয়ার পর পরই স্বস্তি অনুভব হল অতঃপর অপারেশন ছাড়া খুব সহজেই সন্তান ভূমিষ্ট হল আর আল্লাহ্‌র কসম! আমার মুর্শিদে পাক গাওছে আজম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দেওয়া গায়েবের সংবাদ অনুযায়ী দুইটি জমজ সন্তান জন্ম নিল। ছরকারে গাওছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফরমান অনুযায়ী এক জনের নাম হাস্‌সান ও অপর জনের নাম মুশতাক রাখলাম।

ইয়ে দিল ইয়ে জিগার হে ইয়ে আখে ইয়ে ছার হে
জিদার চাহো রাখো কদম গাওছে আজম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

জিলানী ব্যবস্থাপত্র

(পেটের রোগসমূহের জন্য)

রবিউল গাওছের ১১ তারিখ রাতে ৩টি খেজুর নিয়ে একবার সূরা ফাতিহা, একবার সূরা ইখলাস, তারপর **১১** বার:

يَا شَيْخ عَبْدَالْقَادِرْ جِيْلَانِىْ شَيْأً لِلّٰهِ اَلْمَدَدْ

(আগে পড়ে একবার দরূদ শরীফ) পড়ে এবটি খেজুরের উপর দম করুন। এরপর একইভাবে ২য় ও ৩য় খেজুরের উপরও পড়ে দম করুন। এই খেজুরগুলো ঐ রাতেই খেতে হবে জরুরী নয়। যেটা, যখন, যে দিন ইচ্ছা খেতে পারবেন। পেটের সমস্ত রোগ (যেমন: পেট ব্যথা, কোষ্ঠ-কাঠেন্ন, বায়ু নির্গমন, আমাশয়, বমি, পেটের আলসার ইত্যাদির) জন্য উপকারী।

আ'প জেয়ছা পীর হোতে কিয়া গরজ দর দর পী'রু
আ'পছে সব কুছ মিলা ইয়া গাউছে আজম দস্তগীর।

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমাও জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বার
প্রতিবেশীত্বের
ভিখারী

৪ রবিউল গাউছ ১৪২৭ হিজরী

মাদানী ফুল

মিসওয়াক সম্বন্ধে তিনটি বরকতময় হাদীস

(১) যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মোবারক গৃহে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।

(সহীহ মুসলিম, খন্ড-১ম, পৃ-১২৮)

(২) **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নিদ্রা হতে জাগ্রত হতেন তখন মিসওয়াক করতেন।

(আবু দাউদ, খন্ড-১ম, পৃ-৩৬, হাদীস-৫৭)

(৩) তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করবে, কেননা এটা মুখ পবিত্রকারী এবং **আল্লাহ** তা'আলাকে সন্তুষ্টকারী।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৩৮, হাদীস-৫৮৬৯)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়, প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিতব্য দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ** তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশেকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করে তুলুন, ان شاء الله عزوجل এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মন মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য 'মাদানী ইন'আমাত' এর উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য 'মাদানী কাফেলা'য় সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

www.AmarIslam.com